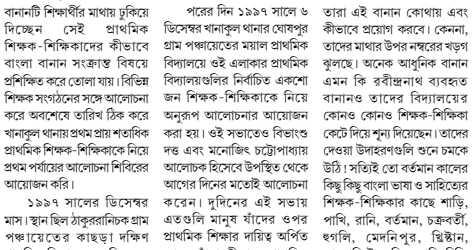

গুজরাতের বাছাই করা নেতাদের এনে সংগঠন চাঙ্গা করতে চলেছে বিজেপি

পুজো কাটলেই বেজে যাবে লোকসভা ভোটের দামামা। পশ্চিমবঙ্গে শাসদকদল থেকে শুরু করে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ও তৎসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই তার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলছে। ঠিক এমনি সময় রাজ্যে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে আবারও তদন্তে জোর দিয়েছে সিবিআই থেকে শুরু করে ইডি। তারমধ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘোষণা, পশ্চিমবঙ্গে দলের সংগঠন বিস্তারে গুজরাত থেকে আসছেন বাছাই করা বিজেপি নেতারা। লক্ষ্য একটাই এরাজ্যে সংগঠনকে চাঙ্গা করা। এই কথা সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন খোদ অমিত শাহ। সুতরাং বিনা লড়াইয়ে এরাজ্যে আগামী লোকসভা ভোটে যে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দেবে না বিজেপি তা পরিষ্কার। এক কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতার কথায়, আমাদের লক্ষ পরিষ্কার। আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে অন্তত ২২টি আসনে জয়লাভ করতে চাই। আর সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যা করতে হবে অমিত শাহ তাই করবেন। ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের বিজেপি নেতাদের এরাজ্যে সক্রিয়ভাবে সংগঠন গঠনে তদ্বির করতে দেখা যাচ্ছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গে একশো শতাংশ বুথে সংগঠন গড়ে তোলা এবং শক্তি কেন্দ্র গঠন করা। সেই লক্ষ্যে চলতি মাসেই সেই কাজ অনেকটা এগিয়ে রাখতে চাইছে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতারা। এখন দেখার রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের সংগঠনকে অতিক্রম করতে পারে কিনা বিজেপি।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাতাপিতা

রমণী কহিলেন, হাঁ, তোমার ছেলে যে বাড়ীতে পূজো করতে গেছে আমি সেই বাড়ী থেকেই আসচি, এখনি সে ফিরবে। আশ্বস্তা হইয়া চন্দ্রা অন্য কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন ও কহিলেন, মা, তোমার অল্প বয়েস, এত গয়নাগাঁটি পরে এত রাত্রে কোথা যাচ্চ? তোমার কানে ও কী গয়না? রমণী সাহস্যে উত্তর দিলেন, ওর নাম কুণ্ডল; আমাকে এখনো অনের দূরে যেতে হবে। 'চল না, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করে কাল সকালে যেখানে যাবার যাবে এখন।' 'না মা, আমাকে এখনি যেতে হবে, তোমাদের বাড়ীতে আমি অন্য সময়ে আসব।'

চন্দ্রাদেবীর বাড়ীর পাশেই লাহাবাবুদের অনেকগুলি ধানের মরাই, রমণী সেই দিকে গেলেন দেখিয়া চন্দ্রা তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন মেয়েটি পথ ভুলিয়াছে মনে করিয়া, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। 'মা-লক্ষ্মীকে দর্শন কল্লুম নাকি?' সহসা তাঁহার মনে হইল। 'লক্ষ্মীদেবীই কৃপা করে তোমাকে দর্শন দিয়েচেন।' খুদিরাম কহিলেন, সকল কথা শুনিয়া।

জন্মকথা

১২৪১ সালের শেষের দিকে খুদিরাম গয়াধামে যাত্রা করেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, এবং চৈত্র মাসের সুরুতে সেখানে পৌঁছিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন প্রায় একমাস ধরিয়া। মধুমাসে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষদের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। খুদিরামের গয়াযাত্রার কারণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাটি কথিত হইয়া থাকে।

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া খুদিরাম তাহাকে দেখিতে যান আনুড় গ্রামে। কন্যার হাবভাব ও কথাবার্তায় তাঁহার ধারণা জন্মে যে, সে ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। কন্যাশরীরে প্রবিষ্ট জীবকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, তুমি দেবতা বা উপদেবতা যেই হও, কেন আমার মেয়েকে কষ্ট দিচ্চ? এখনি আমার মেয়েকে ছেড়ে চলে যাও। কাত্যায়নীর দেহাবলম্বনে সেই জীব উত্তর করিল, আমি বড়ই কষ্ট পাচ্চি, গয়ায় গিয়ে যদি আপনি আমার নামে পিণ্ডদান করেন তা হলেই আমার এই কষ্টের অবসান হবে। যখন আপনি ঐ উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখন থেকেই আপনার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে—আমি তার শরীর ছেড়ে চলে যাব— আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করচি।

দিনপঞ্জিকা

২০ আশ্বিন, ভাঃ ১৫ আশ্বিন, **৭ অক্টোবর,** ২০ আহিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন বদি, ২৬ মহরম। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৭। **রবিবার,** ত্রয়োদশী দিবা ঘ ১২।৪৪ মিঃ। পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৭ মিঃ। শুক্রোযোগ রাত্রি ঘ ৯।২৬ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ১২।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৪৬ গতে শকুনিকরণ। **জন্মে**— সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ৩।৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ঘ ৮।৪৯ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। **মৃতে**— একপাদদোষ, দিবা ঘ ৩।৭ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**— দক্ষিণে, দিবা ঘ ১২।৪৪ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি** ঘ ৯।৫৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১২।৫৮ গতে ২।৩০ মধ্যে। **যাত্রা**— মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।৮ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ঘ ১২।৪৪ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ৩।৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**— ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও চতুর্দ্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১২।৪৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **অদ্য হইতে আমাবস্যা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীদেবীর ধূননযাত্রা**। পূর্বাহ্ণ ঘ ৯।২৭ মধ্যে **শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাত্রয়োদশীরবিহিত পূজা প্রশস্তা।** **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৬।২৬ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৪৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩৪ গতে ৯।১৫ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।২৮ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৩।৩১ গতে ৪।১৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২০ আশ্বিন, ভাঃ ১৫ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর, ২৬ মহরম, ২০ আহিন, উঃ ৫।৩২, অঃ ৫।১৬। রবিবার, ত্রয়োদশী দি ঘ ১২।৪৩, সেহরী শেষ ৪।০৯, ইফতার ৫।২৫। ২৬—২৯ মহরম মখদুম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (রহঃ)-এর উরস-কিছৌছা শরীফ, ফৈজাবাদ, ইউ.পি।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ফিরে দেখা

শব্দছক ও বাংলা বানান চর্চা

আশিসবরণ সামন্ত

বর্তমানে পত্র-পত্রিকা হাতে নিয়েই 'শব্দছক'-এর পাতায় চোখ রেখে সময় কাটানোর একটা বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশু থেকে শেষবয়সি প্রায় প্রত্যেকেই অন্তত দু-চারটে ঘর পূরণ করার লক্ষ্যে নেমে অনেকগুলিই ঘর পূরণ করে ফেলছেন। সবগুলি পূরণ করতে পারলে সে কী তৃপ্তির হাসি, স্বস্তির আনন্দ। কিন্তু, কেন এত মাতামাতি? নিছক কি সময় কাটানোর জন্যেই?

বিতর্কে না গিয়ে এই শব্দছক শিল্পীরা কীভাবে অনেক কিছুই করতে পারেন তা দেখা যাক। 'শব্দছক'-এর মাধ্যমে বানান, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, সিনেমা, সংগীত থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলির মতো অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে ছকশিল্পীরা একদিকে যেমন নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূরণ করেন অপরদিকে অন্যদেরও পুষ্ট করেন। আসলে ছকশিল্পীরা একদিকে যেমন সুদক্ষ শিক্ষক অপরদিকে অনুগত শিক্ষার্থীও।

'শব্দছক'-এর মাধ্যমে এতগুলি বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র রচনা করা গেলেও বর্তমানে সব থেকে বেশি আলোচ্য বিষয় হল— বাংলা বানান। এই বাংলা বানান নিয়ে অনেকখানিই আলোচনা করার সুযোগ আছে। আধুনিক বাংলা বানান নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আলাপ-আলোচনা চলছে। এখানে তার প্রতিফলন ঘটানোর যথেষ্ট সুযোগও আছে। কিন্তু, কোনমতেই পাণ্ডিত্য দেখানো নয়। ছক নির্মাতা ও সমাধানকারীদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করাই হল 'শব্দছক'-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

বাংলা বানান নিয়ে যেখানে মতান্তর এবং মনান্তর দুই-ই হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে 'শব্দছক'-এর মাধ্যমে সঠিক বানান মুহূর্তে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই লক্ষ্যেই বিভিন্ন স্থানে বাংলা বানান চর্চা সমিতিও গঠিত হয়েছে। আর আছে বিভিন্ন জেলায় শব্দছক চক্র। এখন, জেলা শব্দছক চক্র উদ্যোগ নিয়ে কিভাবে আধুনিক বাংলা বানান নিয়ে প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি, শিক্ষা-শিবির-এর আয়োজন করতে পারে তা দেখা যাক। এ কাজ অসম্ভব বলে কারও কারও মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু, বাস্তবে কাজে নামলে একশো শতাংশই সফল হওয়া যায় যা পরীক্ষিত সত্য।

হুগলি জেলা শব্দছক চক্রের উদ্যোগে এই কাজে অনেকটাই সফলতার আলো দেখতে পাওয়া গেছে। শুধু, এই জেলায় নয়, এই জেলার পক্ষ থেকে বাইরেও উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রভূত সাড়া পাওয়া গেছে। এখন কোথায়, কখন, কীভাবে এবং কতটা— সে বিষয়ের ওপর একটু অলোকপাত করা যাক।

এ চিন্তাটা হঠাৎই মাথায় আসে ১৯৯৭ সালে। সবেমাত্র আরামবাগ-মহালিমন শেষ হয়েছে। তখন আমি হুগলি জেলার খানাকুল থানায় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে কর্মরত। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির খাতায় এবং উপস্থিতির খাতায় শিক্ষার্থীর বাংলা নাম ও তার বানান দেখে অবহেলায় বা চর্চার অভাবে বাংলা বানানকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা চিন্তা করে আঁতকে উঠি। প্রশ্ন তুলতে উত্তর আসে— নামের ক্ষেত্রে এসব বানান নিয়ে কিছু যায় আসে না। উল্টে প্রশ্ন করি— ধরুন কারও নাম যদি শিবশক্তি যশ হয় তাহলে 'ষীবসক্তি জস' বানানটিও তো লেখা যেতে পারে। তেমন কোন উত্তর আসে না। তখনই ভেবে দেখি, যাঁরা প্রথম বাংলা বানানটি শিক্ষার্থীর মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন সেই প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কীভাবে বাংলা বানান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে তারিখ ঠিক করে খানাকুল থানায় প্রথম প্রায় শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শিবিরের আয়োজন করি।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস। স্থান ছিল ঠাকুররানিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছড়া দক্ষিণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত আধুনিক বাংলা বানানের ওপর আলোচনা হয়। এই আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তা— হুগলি জেলা শব্দছক চক্র। আমি নিজে প্রাথমিকভাবে আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সভার মুখ্য আলোচক হিসেবে আহূত সারা বাংলা শব্দছক সম্পাদক বিভাংশু দত্তের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার ওপর আলোচনা করার ভার অর্পণ করি। বিভাংশু দত্ত সাবলীল ভাষায় ছড়াকার সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এক একজন শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম, পদবি, গ্রাম, বিদ্যালয়ের নাম এমন কী জেলা, রাজ্য প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে কী বানান লেখেন, কেন লেখেন, কী লেখা উচিত ছিল এবং কেনই বা লিখবেন এই সকল প্রশ্নের অবতারণা করে রবীন্দ্র কবিতা, গান প্রভৃতি থেকে উদাহরণ টেনে এনে প্রত্যেকের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে এদিনের সভার 'শিক্ষক-ছাত্রদের' তৃপ্ত করলেন। রাজ্যস্তরের কোষাধ্যক্ষ মনোজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও এই সভায় অংশ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

পরের দিন ১৯৯৭ সালে ৬ ডিসেম্বর খানাকুল থানার ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত একশো জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে অনুরূপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। ওই সভাতেও বিভাংশু দত্ত এবং মনোজিৎ চট্টোপাধ্যায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে আগের দিনের মতোই আলোচনা করেন। দুদিনের এই সভায় এতগুলি মানুষ যাঁদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত আছে তাঁরা কীভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর মগজে শুদ্ধ বাংলা বানান ঢুকিয়ে দিতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করে শিক্ষক-আলোচক এবং আয়োজক প্রত্যেকেই উৎসাহিত হন। পরবর্তী সময়ে এলাকায় এই আলোচনার ছাপ এবং সুফল যথেষ্টই পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

আরামবাগ শহরের বাসিন্দা হিসেবে নিজের শহরের কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শিশুদের আকর্ষণীয় পার্ক 'শিশু উদ্যান'-এ একাধিকবার এরকম আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে প্রতিবারই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া গেছে আরামবাগ পৌরসভা পরিচালিত পৌর সংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদের। এই আলোচনার আসরেও কিশোর-কিশোরীদের মন জয় করা সম্ভব হয়েছে। এক সময় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কয়েকজন নির্দ্বিধায় বলেছে— তারা এই বানান কোথায় এবং কীভাবে প্রয়োগ করবে। কেননা, তাদের মাথার উপর নম্বরের খড়গ ঝুলছে। অনেক আধুনিক বানান এমন কি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত বানানও তাদের বিদ্যালয়ের কোনও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা কেটে দিয়ে শূন্য দিয়েছেন। তাদের দেওয়া উদাহরণগুলি শুনে চমকে উঠি! সত্যিই তো বর্তমান কালের কিছু কিছু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে শাড়ি, পাখি, রানি, বর্তমান, চক্রবর্তী, হুগলি, মেদিনিপুর, খ্রিষ্টান, জানুয়ারি, ইংরেজি, ফরাসি, দিঘি, বাঙালি, চৈতালি, আগামিকাল, কলেজ স্ট্রিট, তৈরি প্রভৃতি বানানগুলি নাকি ঠিক নয়! হায়রে বাংলা ভাষা! হায় রবীন্দ্রনাথ! আজ আমরা কোথায়! অজ্ঞতা না কি আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে আড়ষ্টতা! তাই যদি হয় তাহলে তাদের বাড়িতে তালপাতার পাখার পরিবর্তে বাতানুকুল কক্ষ কেন, কেন ওয়াশিং মেশিন, কেনই বা কাঠের উনানের পরিবর্তে হিটার, গ্যাস সিলিণ্ডার, কেনই বা রেডিও, টেলিফোন, স্মার্ট এলান, টেলিভিশন এমন কি কম্পিউটারও!

খবরটা শুনে শঙ্কিত হলাম। হুগলি জেলা শব্দছক চক্রের কার্যকর সমিতির প্রায় প্রত্যেক সদস্যই এর সমাধানের পথ খুঁজতে থাকি। এই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে নিকটবর্তী এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়গুলির বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আলোচনায় বসি। ফলও পাই। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জেলার বাইরে গিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার ১৮টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় ৮০ জন নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে জয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আলোচনা শিবিরে ১৮-১১-২০০০ শনিবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে আধুনিক বাংলা বানানের ওপর প্রাণস্পর্শী আলোচনা। এখানেও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাংশু দত্ত ও মনোজিৎ চট্টোপাধ্যায়। জনৈক 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবি যুক্ত শিক্ষকের মন্তব্য 'আমরা জানতাম— আমরা যা লিখি, যা শেখাই এবং লেখাই তা-ই সঠিক। কিন্তু, আজ চোখ খুলে গেল।' উল্লেখ্য, তিনি এতদিন সগর্বে 'ব্যানার্জী বানানই লিখে এসেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরও অনুরূপ বানান শিখিয়েছেন। আলোচনা শিবিরের খবর প্রচারিত হবার পর ওই এলাকার যথেষ্ট সাড়া পড়েছে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, পাত্রসায়ের, সোনামুখী, ইন্দাস, বিষ্ণুপুর এবং কোতুলপুর ব্লকে অনুরূপভাবে আলোচনা শিবির করার আহ্বান এসেছে। যেখানে সময় এবং সুযোগ মতো আলোচনার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

তখন আমি বিষ্ণুপুর মহকুমার মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে নিযুক্ত থাকায় হয়তো বা এই আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা সহজসাধ্য হয়েছে। কিন্তু, উক্ত পদে না থাকলেও তা অসাধ্য ছিল না। আমাদের এইভাবেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেননা যারা শিক্ষার্থী এবং যাঁরা শিক্ষক তাঁদের কাছে পৌঁছাতে না পারলে এই প্রচেষ্টা আলোচনার স্তরে অথবা পত্র-পত্রিকা বা পুস্তকের পাতাতেই থেকে যাবে। শব্দছক চর্চাও নিছকই সময় কাটানোর উপকরণে পরিণত হবে।

H H D D W Z F G X C X K K C K Q H G X W
B F H G H Q Q H L Q D Z D Q H D Q G W G
G L G W K Z I L D B H L B L C W S I R L
D W L Z Z L N H W L Q G B Q W H F W Q W
D K X G G B T L X C F X Z C Z F X D G X
L L Z F X K E C B Q W Z F Q L C L L Z W
Q K Z L B B R W C K F L B Z B B D C B F
Q C D I S A P P O I N T M E N T B W K Q
C L K G Q F R F B C X B Q F Z G F G G H
Q F H D F H E K W W G W L H G C L G X K
X D F F W B T W L K H K F H B G C F D H
F X D A B X A K D X X C Q F Z H W X K U
X F E V X Q T C H P R E V E N T I O N R
D K X O B Q I C D G W K W C F C Q X K R
X L E R C C O K Q W K Z H K W Z C C G I
Z D C A H I N F R A S T R U C T U R E C
F F U B K K X F K W B H K Q G K G Z V A
W D T L Q F L Q G D K Z W W A D L Q E N
X W E E G B D H Z F C B W C S F B L N E
R E S P O N S I B I L I T Y W W F Z W X

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

- **নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ঋণনীতি :**

এ বারও ঋণনীতিতে সুদ অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত ৫ এপ্রিল গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন ঋণনীতি কমিটি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আগস্ট থেকেই সুদ এক জায়গায় বেঁধে রেখেছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ঋণনীতিতেও সুদের হারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত। একই রাখা হল রেপো রেট (যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আরবিআইয়ের থেকে স্বল্প মেয়াদে ধার নেয়) ও রিভার্স রেপো রেট (যে হারে আরবিআই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে ধার নেয়)। তবে আরবিআই জানিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলি তাদের সম্পদ ও দায়ের হিসাব কষে জমা ও ঋণে সুদের হার বলদাতে পারবে।

ফিরল জিডিপি-তেচ ভরসা : বৃদ্ধির হিসেব-নিকেশের জন্য মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকেই (জিডিপি) ফের মাপকাঠি ধরতে চায় আরবিআই। শীর্ষ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য এ দিন জানান, গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড বা জিভিএ পদ্ধতির বদলে তারা পুরনো মতেই ফিরছেন। কারণ, তা আন্তর্জাতিক পদ্ধতির সঙ্গে মানানসই। উল্লেখ্য, জিভিএ পদ্ধতিতে বৃদ্ধির হিসেব দেওয়া হয় সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে। পণ্য ও পরিষেবার মোট যুক্তমূল্য বা গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড অনুসারে। উৎপাদনের মোট মূল্য থেকে বাদ দেওয়া হয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ ইত্যাদির খরচ। আর জিডিপি মাপা হয় ক্রেতার চাহিদার ভিত্তিতে।

মূল্যবৃদ্ধির ঝুঁকি : চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসের জন্য আরবিআই মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্য কমিয়ে ধরেছে ৪.৭-৫.১ শতাংশ। দ্বিতীয় ভাগে ৪.৪ শতাংশ। স্বাভাবিক বর্ষার হাত ধরে খাদ্য সামগ্রীর দাম কমার আশাতেই তা নামানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য তা ৪ শতাংশে বেঁধে রাখা। তা ছাড়া, কমিটির আশঙ্কা চাষিদের বাড়তি সহায়ক মূল্য দেওয়া হলে তা টেনে তুলতে পারে মুল্যবৃদ্ধিকে। আশোধিত তেলের দাম ব্যারেলে ৭০ ডলার ছোঁয়াও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা : বিটকয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহারে রাশ টানার উপর জোর দিয়েছে আরবিআই। খতিয়ে দেখছে নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা চালুর বিষয়টিও। এই 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি' চালু করা নিয়ে তারা রিপোর্ট জমা দেবে জুনের মধ্যে।

- **সেবির নয়া বিধি :**

কোনও বিদেশি সরকার ও সেখানকার একাধিক সরকারি সংস্থা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে লগ্নি করলেও তার মোট পরিমাণ হিসেব করা হবে। সব মিলিয়ে ওই অঙ্ককে একটি বিদেশি লগ্নি (এফপিআই) হিসাবেই গণ্য করা হবে। আর ওই লগ্নি সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সংস্থার মোট শেয়ার মূলধনের ১০ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। **ক্রমশ**

সম্পাদক সমীপেষু

এটাই বাংলার গণতন্ত্র

ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে একের পর এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটেই চলেছে। তার বাক-মধু ক্ষরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদক্ষেপ এক কথায় গিনেস বুকে স্থান করে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমেই আসা যাক ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনের কথায়। সেই নির্বাচনে বিজেপি ৯৭ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে, যা গিনেস সম্মান লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট। এবার আসি তার সরকারের আর একটি কালজয়ী পদক্ষেপের বিষয়ে। তা হল, তার প্রশাসন সিপিএমের দৈনিক মুখপত্রকেই বেআইনি ঘোষণা করে কাগজের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম। এই ঘটনা কি বাংলায় কখনও ঘটেছে? মমতা বাংলায় ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরও কিন্তু সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি আজও সসম্মানে প্রকাশিত হয়। এই হল মমতার বাংলা ও বিপ্লব দেবের ত্রিপুরার পার্থক্য। মমতার বাংলায় সকলের অবাধ বিচরণ। এখানে কারও স্বাধীনতা হরণ করা হয় না। বিজেপি সরকার সিপিএমের মুখপত্র বন্ধ করে দিয়ে সংবাদপত্রের তথা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছে।। বিজেপির তো গুণপনার শেষ নেই! ক্ষমতায় আসার পরেই বিজেপি ত্রিপুরায় লেলিন মূর্তি ভেঙে ফেলেছে। অথচ, বাংলার কথা ভাবুন। সিপিএম মমতার হাতে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সিপিএমের নিশানগুলি এখনও অক্ষত আছে। কেউ লেলিন বা মার্কসের গায়ে হাত দেয়নি। এটাই বাংলার গণতন্ত্র। অথচ কি আশ্চর্য, এই বাংলায় কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে, বাংলায় নাকি গণতন্ত্র নেই। সিপিএম বুঝতে পারছে, বিজেপির হাত ধরার মাশুল কি করে দিতে হয়। সিপিএম স্বীকার করুক না করুক, বাংলায় গণতন্ত্র আছে বলেই তারা এখনও স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ করতে পারছে। আর ত্রিপুরায়? বিজেপি তো সিপিএমের মুখপত্রর গলা টিপে হত্যা করেছে। বিজেপি তো সবে এসেছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

বিজন মজুমদার
ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়